দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

নিলফামারী ও ভোলা জেলার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডোনেশন নিয়ে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ

ডোমার (নীলফামারী) থেকে সংবাদদাতা ॥ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমপরর্ণ উপেক্ষা করে ডোমার উপজেলাসহ নীলফামারী জেলায় বেসরকারী স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসায় ডোনেশন নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্থানীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকাগুলোতে ৭ থেকে ১০ দিনের সময় দিয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে। ৭৫ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত জনপ্রতি ডোনেশনের নামে অর্থ আদায় করে শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রকৃত মেধাবী প্রার্থীরা এ নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। শুধু ডোনেশন দিয়ে অযোগ্য ব্যক্তিরা রাতারাতি শিক্ষক পদে নিয়োগ পাচ্ছে। ফলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, জেলার শহরতলী ও উপজেলা পর্যায়ে কলেজগুলোতে ডিগ্রী কোর্স চালুর নামে শিক্ষক নিয়োগ শুরু হয়েছে অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে বিভিন্ন বিষয়ে ১৫ থেকে ২০ জন করে শিক্ষক নিয়োগের জরুরী নিয়োগ

(১০ম পৃঃ দ্রঃ)

নিলফামারী ও ভোলা

(১১শ পৃঃ পর)

বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হচ্ছে। একইভাবে মাদ্রাসা ও স্কুলগুলোতে নতুন নতুন বিভাগ খুলে কম্পিউটার ক্রীড়া, কারিগরি বিষয়ে শিক্ষক নেয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসা কমিটি তাদের পছন্দ মত ব্যক্তিদের কাছে ডোনেশনের নামে আগাম লাখ লাখ টাকা গ্রহণ করে শিক্ষক নিয়োগ করছে। এ ক্ষেত্রে মেধা সম্পন্ন প্রার্থী যাদের ডোনেশন দেয়ার সামর্থ নেই তারা পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার পরেও সুযোগ পাচ্ছেন না।

এদিকে বোরহানউদ্দিন (ভোলা) থেকে সংবাদদাতা জানান, ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার বেসরকারী স্কুল, কলেজ মাদ্রাসাগুলোতে ডোনেশন প্রথা যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। ডোনেশন প্রথার সুযোগ গ্রহণ করে একশ্রেণীর অযোগ্য শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পাচ্ছে যার কারণে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের নামে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও কমিটির সদস্যরা যোগ্যতার বিচার না করে যে সবচেয়ে বেশী টাকা দিতে পারে তাকেই নিয়োগ দেয়া হয়। ডোনেশন প্রথার কাছে টাকাই মুখ্য, যোগ্যতা নয়। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রার্থীর সাথে চুক্তির মাধ্যমে স্থানীয় কিছু নামসর্বস্ব পত্রিকায় সার্কুলার দিয়ে নির্দিষ্টপ্রার্থীকে নিয়োগ দেন। আর এসব নিয়োগের ইন্টারভিউ হয় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে। ম্যানেজিং কমিটির প্রভাবশালী সকল সদস্যকে ম্যানেজ করেই সাজানো ইন্টারভিউ বোর্ড গঠন করা হয়। এমনিভাবেই প্রতিষ্ঠান প্রধান ও ম্যানেজিং কমিটির সম্মতির ভিত্তিতেই টাকার জোরে ডোনেশন প্রথার আওতায় অযোগ্য শিক্ষকরা অহরহ নিয়োগ পাচ্ছে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। অযোগ্য শিক্ষকরা নিয়োগ পাওয়ায় বোরহানউদ্দিনের বেসরকারী স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসাগুলোতে ফলাফল বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। ডোনেশন প্রথার আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অধিকাংশই প্রতিষ্ঠান প্রধান বা ম্যানেজিং কমিটির লোকদের আত্মীয় স্বজন।